তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪০৮

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার পরিদর্শন করলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম আজ রাজধানীর ধলপুরে ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ পরিদর্শন করেছেন। মন্ত্রী এ সময় প্রস্তাবিত সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-৩ এর জন্য নির্ধারিত স্থানও ঘুরে দেখেন।

 ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম এ খান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করেন। মন্ত্রী ঢাকা ওয়াসার কার্যক্রম আরো আধুনিক ও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে ঢাকা ওয়াসার কার্যক্রম জনগণের নিকট যথাযথভাবে তুলে ধরারও পরামর্শ দেন তিনি।

 এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ জহিরুল ইসলাম এবং ঢাকা ওয়াসা ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ থেকে দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

#

হাসান/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪০৭

**আরসিসি’র মাধ্যমে শতভাগ সংস্কারকৃত গার্মেন্টস কারখানাকে সনদ প্রদান করবে সরকার**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

 জাতীয় উদ্যোগ এর অধীন রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) -এর মাধ্যমে শতভাগ সংস্কারকৃত গার্মেন্টস কারখানাকে সনদ প্রদান করবে সরকার।

 আজ আশুলিয়ায় কারখানা পরিদর্শন ও কারখানা অধিদপ্তরের অধীন আরসিসির মাধ্যমে শতভাগ সংস্কারকৃত সবুজ কারখানা ফ্যাশন ডটকম লিঃ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম এ কথা জানান।

 শ্রম সচিব বলেন, সরকার কারখানা সংস্কারে দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে সক্ষম করতে চায়। সংস্কারকৃত কারখানাগুলো সনদ পাওয়ার যোগ্য হলে দ্রুত সেগুলোকে সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন তিনি। কারখানাগুলো সরকারের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সনদ পেলে বিশ্বের নামকরা ক্রেতাদের নিকট থেকে ক্রয় আদেশ পাবেন বলে সচিব আশা প্রকাশ করেন।

 পরে শ্রম সচিব অ্যাকরড এর মাধ্যমে সংস্কার করা আরসিসি'র নিকট হস্তান্তরিত ডেবনিয়ার (Debonair) গ্রুপের ডেবনিয়ার লিঃ এবং অরবিটেক্স নীটওয়্যার কারখানার সংস্কার কার্যক্রম খতিয়ে দেখেন। ডেবনিয়ার গ্রুপের কর্মকর্তারা এ সময় ঊপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪০৬

**আগামীকাল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

 আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বহু ভাষায় সাক্ষরতা, উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা’।

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দিবসটি উপলক্ষে রবিবার সকাল সাড়ে ৯টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। এছাড়া সকাল ৮টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে বাংলাদেশ শিল্প একাডেমি পর্যন্ত একটি র‌্যালির আয়োজন করা হয়েছে।

 আলোচনা সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখবেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক তপন কুমার ঘোষ।

 সভায় সভাপতিত্ব করবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪০৫

**বঙ্গমাতা মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন**

 **---মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব  মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই শিশুরাই একদিন দেশ পরিচালনা করবে। শিশুকে ভবিষ্যতের আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে মায়েরা প্রধান ভূমিকা পালন করেন। শিশুর সবচেয়ে বড় সাথী হচ্ছে তার মা। একজন মা শুধু সন্তানের জন্মদাত্রী জননীই নন, তিনি শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষক।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে দি ইঞ্জিনিয়ার্স-রত্নগর্ভা মা, ২০১৯ সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে  প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী রত্নগর্ভা মায়েদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, উপস্থিত সকল রত্নগর্ভা মায়েদের মুখে বিজয়ের হাসি। আপনারা এক একজন সফল যোদ্ধা। অনেক কঠিন পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন আপনাদের সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করতে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী  মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছে। এই কর্মসূচি মা ও শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে সুস্থ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে ভূমিকা  রাখবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ ওয়ালিউল্লাহ । এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোঃ নুরুজ্জামান, প্রকৌশলী মনজুর মোর্শেদ।  অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রকৌশলী শাহাদাত হোসেন শিপলু। অনুষ্ঠানে ৬০ জন রত্নগর্ভা মাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

#

আলমগীর/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/২০৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪০৪

**পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ নয়, প্রয়োজন নিজস্বতার বিকাশ**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘ইউরোপ-আমেরিকার অন্ধ-অনুকরণ নয়, দেশাত্মবোধ, মমতা, মূল্যবোধ আর মেধা দিয়ে নিজস্ব ধ্যান ধারণার বিকাশের মাধ্যমেই উন্নত জাতি গঠন করতে হবে। বিশ্ব উন্নত হলেও এখনো ৮০ কোটি মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট পায়। আর পাশ্চাত্যে যে পরিমাণ খাবার নষ্ট হয়, তা দিয়ে বহু মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্ভব।’

 আজ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে ইনার হুইল ক্লাব অভ দিলকুশা’র রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিস্ময়কর উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশকে মানবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সূচকে পেছনে ফেলে আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হবার পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠন করতে হবে’।

 ‘আর এজন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করা, ইনার হুইল ক্লাব যার একটি অনন্য উদাহরণ’, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

 উন্নত জাতি গঠনে মায়েদের ভূমিকাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববহ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘জাতির সন্তানদের সুনাগরিক ও উন্নত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মায়ের মমতা, যত্ন ও শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সকল মায়ের প্রতি তাই আমাদের শ্রদ্ধা চিরন্তন’।

 ইনার হুইল ক্লাব অভ দিলকুশার প্রেসিডেন্ট তাহমিনা হকের সভাপতিত্বে রোটারি গভর্নর খায়রুল আলম, ইনার হুইল ডিস্ট্রিক্ট ৩৪৫ এর চেয়ারম্যান তাহিয়া খলিল, ইনার হুইলের ন্যাশনাল রিপ্রেজেনটেটিভ ফরিদা হাশেম প্রমুখ রজতজয়ন্তী সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪০৩

**বাংলাদেশ কোনো দেশের সাথে সহিংসতা চায় না**

 **-- পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, ভারতের মানুষ ভারতে থাকবে, মিয়ানমারের মানুষ মিয়ানমারে। সবাই নিজ নিজ দেশে থাকবো শান্তির সঙ্গে। বাংলাদেশ কোনো দেশের সঙ্গে সহিংসতা চায় না। আমাদের মূলনীতি হলো, সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, কারো সাথে শত্রুতা নয়।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় স্থানীয় এক হোটেলে কসমস ফাউন্ডেশন আয়োজিত ÔThe Relevance of the United Nations for Bangladesh : A prognosis for PartnershipÕ শীর্ষক সংলাপে এসব কথা বলেন।

 এ সময় বৈশ্বিক শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের ভূমিকার কথা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কর্মকা-ে বাংলাদেশ সরাসরি অংশ নিচ্ছে। এতে আমাদের কয়েকশ’ জন প্রাণও দিয়েছেন। আমরা তাদের স্যালুট জানাই। বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের অবদানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মন্ত্রী আরো বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ আমাদের অনেক সহায়তা করেছে।

 জাতিসংঘের সাবেক উপমহাসচিব Lord George Mark Malloch Brown মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সময় দীর্ঘসূত্রিতার কবলে পড়া রোহিঙ্গা সংকট-সহ বর্তমান আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে জাতিসংঘের অধিকতর সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

 সংলাপে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অভ্ সিঙ্গাপুরের ইনস্টিটিউট অভ্ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের প্রিন্সিপাল রিসার্চ ফেলো ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী ও সঞ্চালনা করেন কসমস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এনায়েতুল্লাহ খান। পররাষ্ট্র সচিব শহিদুল হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন ।

#

শাহেদ/নাইচ/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪০২

 **মুজিববাদ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হবে
 ---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হলে তাঁর দর্শন মুজিববাদের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। বঙ্গবন্ধু এমন একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে সকল ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্মের আচার, অনুষ্ঠান স্বাধীন ও নির্ভয়ে পালন করবে। মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার চারটি স্তম্ভ সংবলিত মুজিববাদ পরিপূর্ণরুপে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশকে সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করছে।

 মন্ত্রী আজ মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হওয়ায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কালিয়াকৈর উপজেলা শাখার উদ্যোগে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে তাঁকে প্রদত্ত এক বিশাল গণসংবর্ধনায় সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অসময়ে হত্যা করা না হলে বাংলাদেশ অনেক পূর্বেই উন্নয়নের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে যেতো। জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করছেন তাঁরই উত্তরাধিকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

 বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কালিয়াকৈর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুরাদ পারভেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মেহের আফরোজ চুমকি, গাজীপুর সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রীনা পারভীনসহ গাজীপুর জেলার আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ।

#

দীপংকর/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/২০২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪০১

**দল-মতের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতিকে**

 **-- বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

 নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতিকে দল-মতের ঊর্ধ্বে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন সমিতির নতুন সভাপতি বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীক।

 আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। এদিন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীকে সভাপতি ও কে এম আবু হানিফ হৃদয়কে সাধারণ সম্পাদক করে নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

 এ সময় নতুন সভাপতি বলেন, ‘প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাই জেলার সার্বিক উন্নয়নে রাজনৈতিক পরিচয় যাতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। দল-মতের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতিকে। যাতে জেলার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।’ মন্ত্রী বলেন, ‘নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সব দলের লোক স্থান পাবে। এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে সব দলের লোকেরাই থাকবে। রাজনীতির ভেদাভেদ ভুলে নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি হবে নারায়ণগঞ্জের জনগণের সমিতি।’

 এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সেনাপ্রধান কে এম শফিউল্লাহ (বীর উত্তম), সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি সাবেক এমপি এস এম আকরাম-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির নেতারা।

#

সৈকত/নাইচ/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/১৯৪৫ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 3400

**wewkó cigvYy weÁvbx cÖ‡dmi bCg †PŠayixi**

**g„Zz¨‡Z weÁvb I cÖhyw³ gš¿xi †kvK**

XvKv, 23 fv`ª (7 ‡m‡Þ¤^i) :

evsjv‡`k cigvYy kw³ wbqš¿Y KZ…©c‡ÿi †Pqvig¨vb I wewkó cigvYy weÁvbx cÖ‡dmi bCg †PŠayixi g„Zz¨‡Z weÁvb I cÖhyw³ gš¿x ¯’cwZ Bqv‡dm Imgvb Mfxi †kvK I `ytL cÖKvk K‡i‡Qb|

gš¿x giû‡gi we‡`nx AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv K‡ib I Zuvi †kvKmšÍß cwiev‡ii m`m¨‡`i cÖwZ Mfxi mg‡e`bv Rvbvb|

#

we‡eKvb›`/bvBP/mÄxe/AveŸvm/2019/2005 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৯৯

**নিরাপদ বিদ্যুৎ কর্মপরিবেশ সৃজনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে**

 **-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ), ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, নিরাপদ বিদ্যুৎ কর্ম-পরিবেশ সৃজন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধানকারী সরঞ্জামাদি ব্যবহারের নির্দেশনা রয়েছে। ৭০ হাজার শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীকে বৈদ্যুতিক কাজ সংশ্লিষ্ট পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ‘সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প’ পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি হবে একটি জ্বালানিসাশ্রয়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

 প্রতিমন্ত্রী সকালে সিদ্ধিরগঞ্জে ইজিসিবির অর্থায়নে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে সংসদ সদস্য শামীম ওসমান উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/নাইচ/রাহাত/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৯৮

**গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে**

 **---পরিকল্পনামন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন সরকারের মূল লক্ষ্য এবং এর জন্য কাজ করে যাচ্ছে ।

আজ ঢাকায় ব্র্যাক ইন সেন্টারে ‘সাবন্যাশনাল ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোকাল সার্ভিস ডেলিভারি’ বিষয়ক দু’ দিনব্যাপী চতুর্থ দক্ষিণ এশিয়া ইকোনমিক নেটওয়ার্ক কনফারেন্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, এ দেশে গ্রামে সেবা দেয়ার ধারণা আগে ছিল না। গ্রাম আর শহরের মাঝে একটা বিভাজন ছিল। সরকার এ ধারণা পাল্টে দিয়েছে, ভেঙ্গে দিয়েছে । তিনি বলেন, গ্রামে বিদ্যুৎ, সুপেয় নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা-সহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করতে সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান ইকোনমিস্ট Hans Timmer, বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর Mercy Miyang Tembon, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেলিম রায়হান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

#

শাহেদ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৯৭

**কমে আসছে ডেঙ্গুর প্রকোপ**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

ঢাকা-সহ সারা দেশের সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত হাসপাতালেগুলোতে কমে এসেছে নতুন আক্রান্ত ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে নতুন ৬০৭ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, যা গত দেড় মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকেই হাসপাতালগুলোতে নতুন ডেঙ্গুরোগী ভর্তির সংখ্যা লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে এসেছে।

 প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী গত জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন ৭২ হাজার ১১৪ জন। বর্তমানে সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গুরোগে আক্রান্ত ভর্তিকৃত রোগী আছেন ৩ হাজার ৪৪৭ জন। এ যাবত ৫৭ জনের মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

#

আয়শা/নাইচ/রাহাত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৮৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৯৬

**সমুদ্র বন্দরের জন্য তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত অব্যাহত**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার থেকে পাওয়া আজ দুপুর ২ টার প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্য্ন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

 প্রতিবেদন অনুযায়ী উড়িষ্যা উপকূল এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি বর্তমানে উত্তর উড়িষ্যা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উপকূল এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

 আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহকে এক নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

#

তাসমীন/নাইচ/রাহাত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৮১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৯৫

**স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সাফল্যের শুরু বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে**

**---কৃষিমন্ত্রী**

টাংগাইল, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

বাংলাদেশে স্বাধীনতা-উত্তর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সাফল্যের শুরু বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে।

আজ কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। চারতলাবিশিষ্ট এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি নির্মাণ ২০ কোটি ৮৫ লাখ টাকা ব্যয়ে হয়েছে। এটি দেশের ২য় ১০০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে দেশে প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতি ৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। ১২১টি মেডিকেল কলেজ, ৪টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হয় কিডনি হাসপাতাল, ৫০০ শয্যার প্লাস্টিক বার্ন ইউনিট, ক্যান্সার, নিউরোলজিসহ বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট। এ ছাড়া চিকিৎসা যন্ত্রপাতির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করে বেসরকারি খাতে হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মানোন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

 মন্ত্রী আরো বলেন, ২০০৯-এ গণমুখী স্বাস্থ্যনীতির ধারায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে স্বাস্থ্যকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা শুরু, তা গত এক দশকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। যার ফল স্বরূপ ২০০৯ সালে Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) Award পায় বাংলাদেশ।

 সিভিল সার্জন ডা: মোঃ শরীফ হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মোঃ শহীদুর ইসলাম।

#

গিয়াস/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৯০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৯৪

**দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার বিএনপি’র নেই**

**---তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, যারা দুর্নীতিতে দেশকে পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশকে লজ্জিত করেছিলেন, দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার সেই বিএনপি’র নেই। দুর্নীতিকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সরকার কাজ করছে।

আজ চট্টগ্রামে রবি-দৃষ্টি বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউটে দেশে উন্নতি নয় বরং দুর্নীতির মহোৎসব চলছে বিএনপির এমন অভিযোগের ব্যাপারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

তিনি বলেন, 'বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিজে কালো টাকা সাদা করেছেন। তাদের অর্থমন্ত্রীও কালো টাকা সাদা করেছিলেন। তারেক রহমানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এফবিআই এসে বাংলাদেশে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। যে কারণে তার ১০ বছর সাজা হয়েছে। আরাফাত রহমানের দুর্নীতি সিঙ্গাপুরে ধরা পড়েছে। তাদের পুরো রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেখানে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। সেটির সাথে বালিশ আর পর্দা দুর্নীতির কোন তুলনা হয়না। এটি হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তারা কিছু দুর্নীতির সাথে যুক্ত হয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।'

দৃষ্টির সভাপতি মাসুদ বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রবি’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির সদস্যা সাফিয়া গাজী রহমান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, কর্ণফুলি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামসুদ্দিন তাবরীজ প্রমুখ।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বালিশ কিংবা পর্দা দুর্নীতি ঘটেছে কিছু কর্মকর্তার মাধ্যমে। এখানে কোন রাজনৈতিক বা জনপ্রতিনিধির সংশ্লেষ নাই। এই দুটি দুর্নীতির ব্যাপারেই সরকার অত্যন্ত কঠোর। প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছেন। বালিশ দুর্নীতির সাথে যারা যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পর্দা দুর্নীতির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তারা পাবে।'

সরকার কুটনৈতিকভাবে ব্যর্থ হবার কারণে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হচ্ছেনা বলে বিএনপির অভিযোগ বিষয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'সৌদি আরবে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা আছে যারা বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশি পরিচয়ে সেখানে বসবাস করছে। সেখানে তারা সমস্ত অপকর্মের সাথে যুক্ত। তাদের জন্য বাঙালিদের বদনাম হচ্ছে সৌদিতে। বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন হাজার হাজার রোহিঙ্গা সৌদি আরব গিয়েছিল তখন বিএনপিই রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি পাসপোর্ট দিয়েছিল।'

তিনি বলেন, 'সরকার কূনৈতিকভাবেই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করছে। সহসাই এই সমস্যার সমাধান হবে। নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে রোহিঙ্গাদের প্রচেষ্টা আছে বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে যাবার জন্য। তাদের পাসপোর্ট তৈরিসহ নানাভাবে যারা সহযোগিতা করছে তাদেরকে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।'

জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টিতে অস্থিরতা চলছে এব্যাপারে সরকারের ভুমিকা কি হবে প্রশ্নে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'জাতীয় পার্টির সমস্যাটি তাদের দলের আভ্যন্তরীণ বিষয়। আমি আশা করবো জাতীয় পার্টি সাময়িক মতপার্থক্য ও সংকট সেটি কাটিয়ে উঠবে। সহসাই তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে।'

এর আগে রবি-দৃষ্টি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'গণতান্ত্রিক সমাজে অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হচ্ছে বিতর্ক। বিতর্ক ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। যুক্তিতর্কের মাধ্যমেই সমাজ এগিয়ে যেতে পারে সে কারণে বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিতর্ক ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ টিকতে পারে না।'

বিতার্কিকদের ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'জীবন মানে সংগ্রাম। জীবন মানে যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন প্রতিপক্ষের আক্রমণে সহযোদ্ধার মৃত্যুতে তুমি এক পলক তাকাতে পারবে কিন্তু থমকে যেতে পারবে না, যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, জীবনযুদ্ধও সে রকম। জীবন চলার পথে মাথার উপর থেকে অনেক আচ্ছাদন হারিয়ে যাবে। তাতে থমকে গেলে চলবে না। জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে হলে স্বপ্ন দেখতে হবে। যার স্বপ্ন নেই তার স্বপ্ন পূরণের তাগাদাও নেই। সবাইকে স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছার জন্য জীবনটাকে যুদ্ধক্ষেত্রের মতো নিয়ে লড়াই করতে হবে। পারার প্রতিজ্ঞা যার মাঝে থাকবে তার সাথে প্রচেষ্টা যুক্ত করবে তার অনেক স্বপ্ন পূরণ হবে।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির জন্য দুটি স্বপ্নের কথা বলেছেন। একটি হচ্ছে  ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তর করা। আরেকটি ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি পরিপূর্ণ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা। আজ বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছে। ২০৪১ সাল নাগাদ আমরা যে উন্নত দেশ রচনার স্বপ্নের কথা বলেছি সেই স্বপ্নের ঠিকানায় তোমাদেরকেই এদেশকে নিয়ে যেতে হবে। তোমাদের স্বপ্ন আর প্রচেষ্টার ভেলায় চড়ে বাংলাদেশ ২০৪১ সাল নাগাদ স্বপ্নের ঠিকানাকেও অতিক্রম করবে।'

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৬৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৩৯৩

**আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বৎসর এ দিবসের প্রতিপাদ্য ÔLiteracy and MultilingualismÕ, বাংলায় যার সারমর্ম করা হয়েছে, ‘বহু ভাষায় সাক্ষরতা, উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে স¦াধীন বাংলাদেশে প্রথমবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্যাপিত হয়। স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক প্রণীত সংবিধানের ১৭(গ) অনুচ্ছেদে আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করে।

 বর্তমান সরকার দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দানের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আমাদের নিরলস ও অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে বিগত এক দশকে সাক্ষরতার হার ২৮ দশমিক ১২ শতাংশ বেশি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭৩ দশমিক ৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমরা সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে চাই। এছাড়াও জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৪ (এসডিজি-৪) অনুযায়ী মানসম্মত ও সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

 মায়ের ভাষায় সাক্ষরতা অর্জনের পাশাপাশি অন্য এক বা একাধিক ভাষা শেখার সুযোগ সৃষ্টি করে আমদের শিশু, কিশোর ও যুবদের ‘গ্লোবাল ভিলেজে’ যুক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বহু ভাষায় সাক্ষরতালব্ধ জ্ঞান বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি ও ভাষার মধ্যে দৃঢ় মেলবন্ধন তৈরি করে। আমাদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনমান ও দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ অপরিহার্য। এ বছরের সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য তা অর্জনের দিকটিকেই নির্দেশ করে।

 সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন ও মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতির পিতার কাক্সিক্ষত ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারব বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/১৭০৫ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 3392

**AvšÍR©vwZK mvÿiZv w`e‡m ivóªcwZi evYx**

XvKv, 23 fv`ª (7 †m‡Þ¤^i) :

 ivóªcwZ †gvt Ave`yj nvwg` 8 †m‡Þ¤^i AvšÍR©vwZK mvÿiZv w`em Dcj‡ÿ wb‡¤œv³ evYx cÖ`vb K‡i‡Qb :

 Òwe‡k¦i Ab¨vb¨ †`‡ki b¨vq evsjv‡`‡kI ÔAvšÍR©vwZK mvÿiZv w`em 2019Õ cvwjZ n‡”Q †R‡b Avwg Avbw›`Z|

 wkÿv n‡jv Ávb AR©‡bi g~j wfwË| Avi mvÿiZv AR©b n‡jv wkÿvi cÖv\_wgK †mvcvb| Gev‡ii AvšÍR©vwZK mvÿiZv w`e‡mi g~j cÖwZcv`¨ ÔLiteracy and MultilingualismÕ A\_©vr
Ôeû fvlvq mvÿiZv, DbœZ Rxe‡bi wbðqZvÕ Pjgvb †cÖÿvc‡U AZ¨šÍ h\_v\_© n‡q‡Q e‡j Avwg g‡b Kwi| wkïiv gvZ…fvlvi cvkvcvwk Ab¨ fvlv wkL‡Z cvi‡j Zv wewfbœ †`k I RvwZi g‡a¨ mvs¯‹…wZK eÜb‡K Av‡iv `…p Ki‡e| GKB mv‡\_ bZzb bZzb AwfÁZvjä Ávb Kv‡R jvwM‡q wb‡Ri Rxebgvb Dbœqb Ges †`‡ki mvgwMÖK Dbœqb cÖwµqvq f‚wgKv ivL‡Z cvi‡e|

 miKvi †`‡ki wkÿv e¨e¯’vi mvwe©K Dbœqb Ges mvÿiZv I `ÿZv Dbœq‡b wbijm KvR K‡i hv‡”Q| iƒcKí 2041, †UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv I mßg cÂgevwl©K cwiKíbv ev¯Íevq‡bi gva¨‡g †`k †\_‡K wbiÿiZv `~ixKiYmn `ÿZv e…w×i gva¨‡g †`‡ki Rb‡Mvôx‡K Kg©ÿg gvbem¤ú‡` cwiYZ Ki‡Z miKvi e×cwiKi| †m j‡ÿ¨ miKvi eva¨Zvg~jK cÖv\_wgK wkÿv, webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK weZiY, cÖwkÿY cÖ`vb, we`¨vj‡qi AeKvVv‡gv Dbœqb, kZfvM Dce„wË weZiY, ¯‹zj wdwWsmn wewfbœ Dbœqbg~jK Kg©m~wP MÖnY I ev¯Íevqb K‡i‡Q|

 GQvovI we`¨vjq ewnf©~Z wkï-wK‡kvi‡`i DcvbyôvwbK wkÿv e¨e¯’vq †m‡KÛ PvÝ cÖv\_wgK wkÿv cÖ`vb, wbiÿi Rb‡Mvôx‡K mvÿiZv cÖ`vb, `ÿZv Dbœqb cÖwkÿY Ges Rxebe¨vcx wkÿvi my‡hvM m„wói gva¨‡g Zv‡`i‡K †hvM¨ bvMwiK wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ DcvbyôvwbK wkÿv AvBb 2014 cÖYqb Kiv n‡q‡Q| kZfvM mvÿiZv AR©‡b mvÿiZv Kg©m~wP‡K GKwU mvgvwRK Av‡›`vj‡b cwiYZ Ki‡Z n‡e| G j‡ÿ¨ Avwg miKv‡ii cvkvcvwk ¯’vbxq RbcÖwZwbwa, †emiKvwi ms¯’vmn mswkøó mKj‡K GK‡hv‡M KvR Kivi AvnŸvb Rvbvw”Q|

 wkwÿZ Rb‡Mvôx †`‡ki m¤ú`| RbwgwZ Abymv‡i eZ©gv‡b evsjv‡`‡k Kg©ÿg Rb‡Mvôxi nvi m‡e©v”P ch©v‡q| G wecyj Kg©ÿg Rb‡Mvôx‡K `ÿ Rbm¤ú‡` cwiYZ K‡i evsjv‡`k‡K Dbœq‡bi Kvw•ÿZ ¯Í‡i ‡cuŠQv‡Z me©vZ¥K cÖqvm Pvjv‡Z n‡e| mK‡ji mw¤§wjZ cÖ‡Póvq evsjv‡`k e½eÜzi m¦‡cœi †mvbvi evsjvq cwiYZ n‡e - G cÖZ¨vkv Kwi|

 Avwg ÔAvšÍR©vwZK mvÿiZv w`em 2019Õ Dcj‡ÿ M„nxZ mKj Kg©m~wPi mvdj¨ Kvgbv KiwQ|

 †Lv`v nv‡dR, evsjv‡`k wPiRxex †nvK|Ó

#

Bgivbyj/bvBP/‡gvkvid/AveŸvm/†iRvDj/2019/1700 NÈv